1.2 BEN بنغالي



সচেতনতামূলক

ওমরা

নির্দেশিকা

কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English ENG	عربي AR
বাংলা BEN	Bahasa Indonesia IND
Français FRA	Hausa HAU
Türkçe TUR	اُردُو URD
Español SPN	Русский язык RUS
Bahasa Malaysia MAY	සිංහල භාෂාව SIN
አማርኛ AMH	فارسی PER
o'zbek UZB	हिंदी HIN

সচেতনতামূলক উমরা নির্দেশিকা

পছন্দসই পৃষ্ঠায় পেতে যেকোনো শিরোনামে ক্লিক করুন











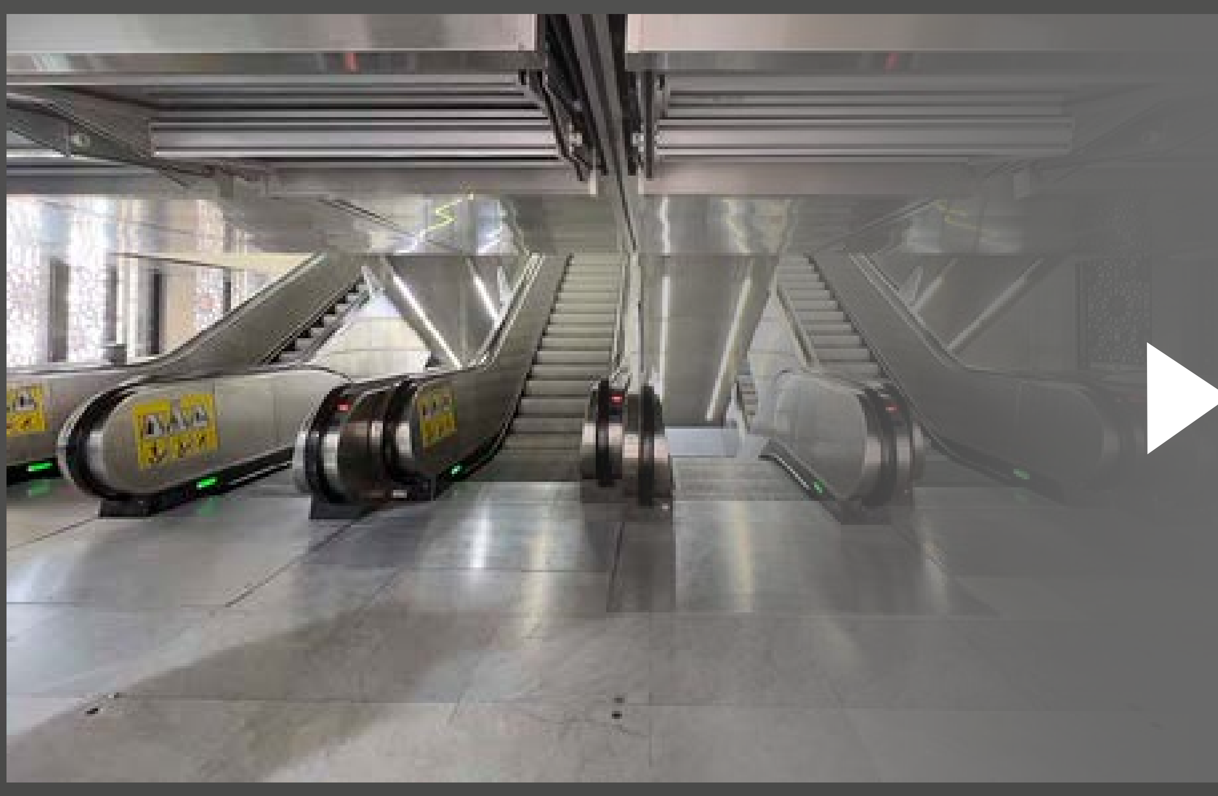
হারামে পৌঁছা



হারামাইন ট্রেন



হারামে পৌঁছার আগে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা



চলন্ত সিঁড়ি



তাওয়াফ



তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাজ



(মাসআ) সাঈর স্থানে গমন



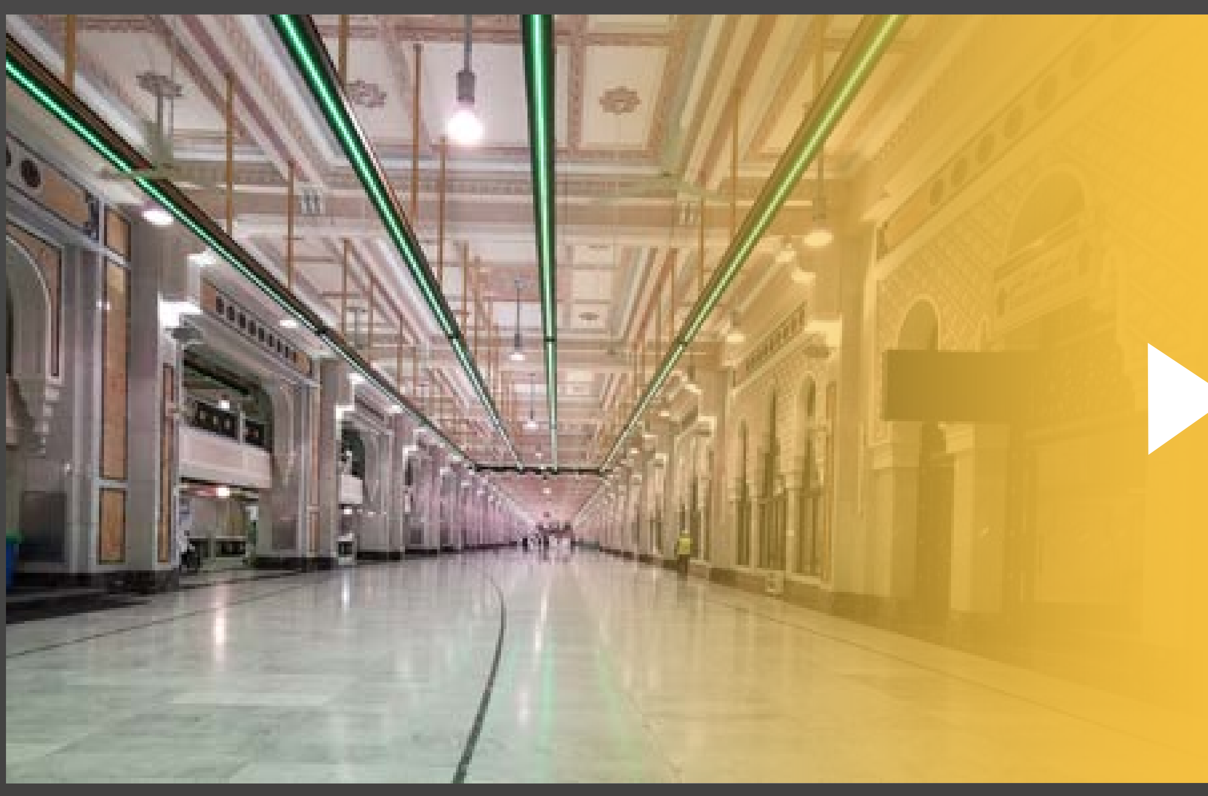
সাফা ও মারওয়া



সাঈর বিবরণ



সাঈর দুআ



সংখ্যায় সাঈ



সাঈ করার ফ্লোরসমূহ



উমরাকারীদের জিজ্ঞাসার জবাব



হুইল চেয়ার সার্ভিস



ক্ষৌরাগার (সেলুন)



স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষৌরকর্মের জন্য পরামর্শ



একাধিক উমরা



স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ



হারামের আশপাশের শপিংমল



রমজান মাসে উমরা



উমরার অনুমতি (পারমিট)



যেসব বিষয় নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ



উমরা



উমরা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয় আমল। উমরাকারী আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় তার দেহমন ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আল্লাহর দিকে ছুটে যায়।



বক্ষ্যমাণ নির্দেশিকাতে আপনি আপনার পবিত্র উমরা যাত্রার সকল প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা জানতে পারবেন।



উমরার ফজিলত

উমরার অনেক ফজিলত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- এটা পাপ থেকে পবিত্র করে এবং দারিদ্র্য ও অভাব মোচন করে। রাসূল (সাঃ)বলেছেন, ‘তোমরা হজ ও উমরা একটার পর একটা করতে থাক। কারণ এদু’টো দারিদ্র্য ও পাপকে সেভাবে দূর করে যেভাবে হাপর মরিচা দূর করে’।

- বারবার উমরা করা হলে মাঝের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘এক উমরা থেকে অন্য উমরা মাঝের গুনাহের কাফফারা’।



উমরার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



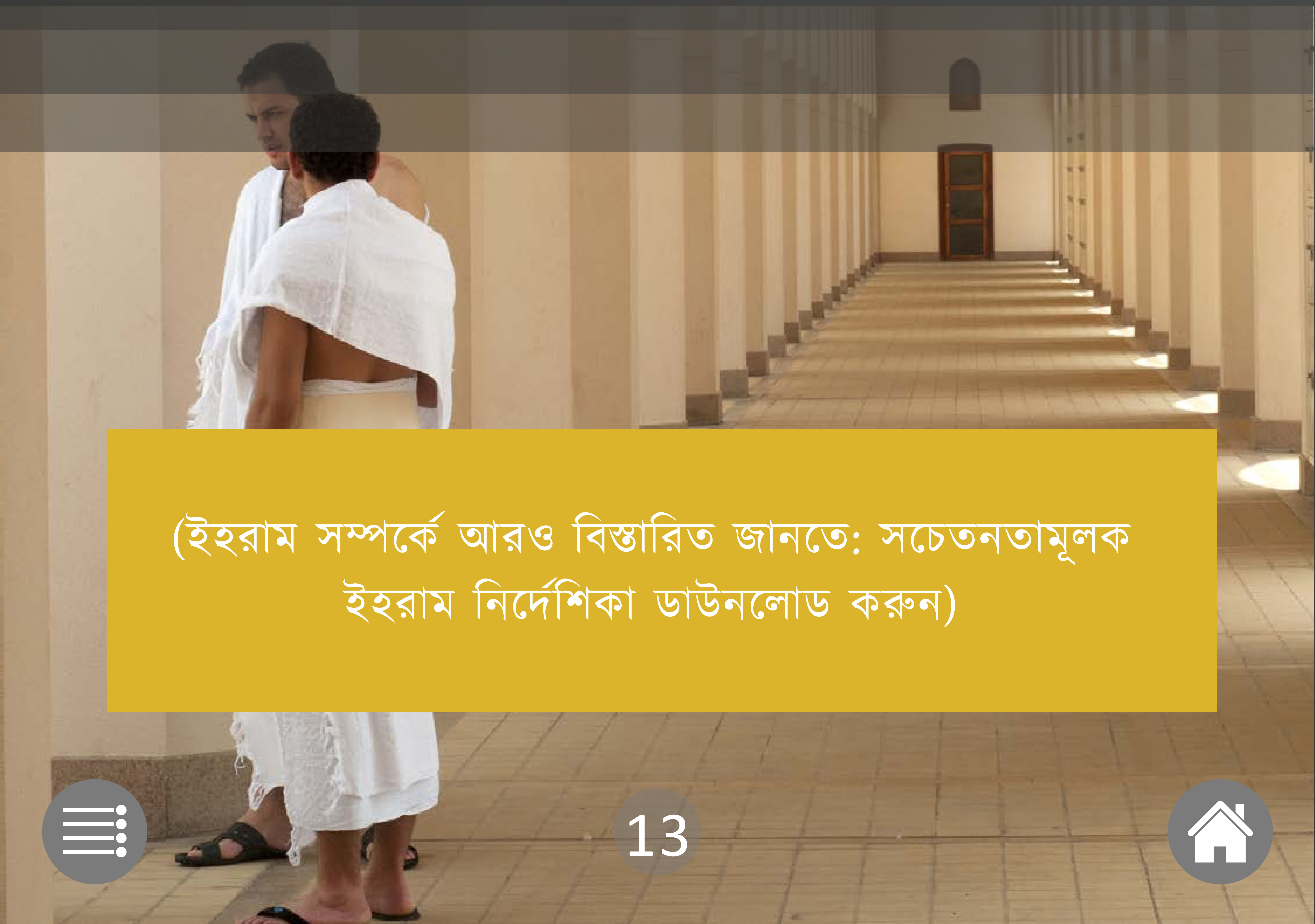
উমরা হলো আল্লাহর এক প্রকারের ইবাদত। যা ইহরাম, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং শেষে চুল কাটা বা মুণ্ডনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়।

১

মুসলিম ব্যক্তি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধবেন। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল বিষয় থেকে দূরে থাকবেন।

২

তালবিয়া পাঠ করবেন: ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক’।



(ইহরাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে: সচেতনতামূলক ইহরাম নির্দেশিকা ডাউনলোড করুন)



৩



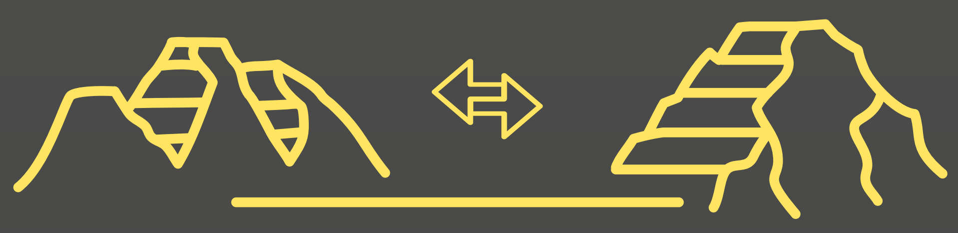
অতঃপর হারামে প্রবেশ করবেন। কাবা ঘর সাতবার তওয়াফ করবেন। তাওয়াফের সময় কাবা বাম পাশে রাখবেন। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন এবং সেখানেই শেষ করবেন।

৪



তাওয়াফের পরে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করবেন।

৫



সাফা পাহাড়ের দিকে যাবেন। সেখান থেকে মারওয়ার দিকে সাঈ শুরু করবেন। মারওয়াতে পৌঁছলে এক বার পূর্ণ হবে। সেখান থেকে সাফাতে ফিরে এলে দুই বার হবে। এভাবে সাত বার দৌড়ে মারওয়াতে সাঈ শেষ করবেন।



৬

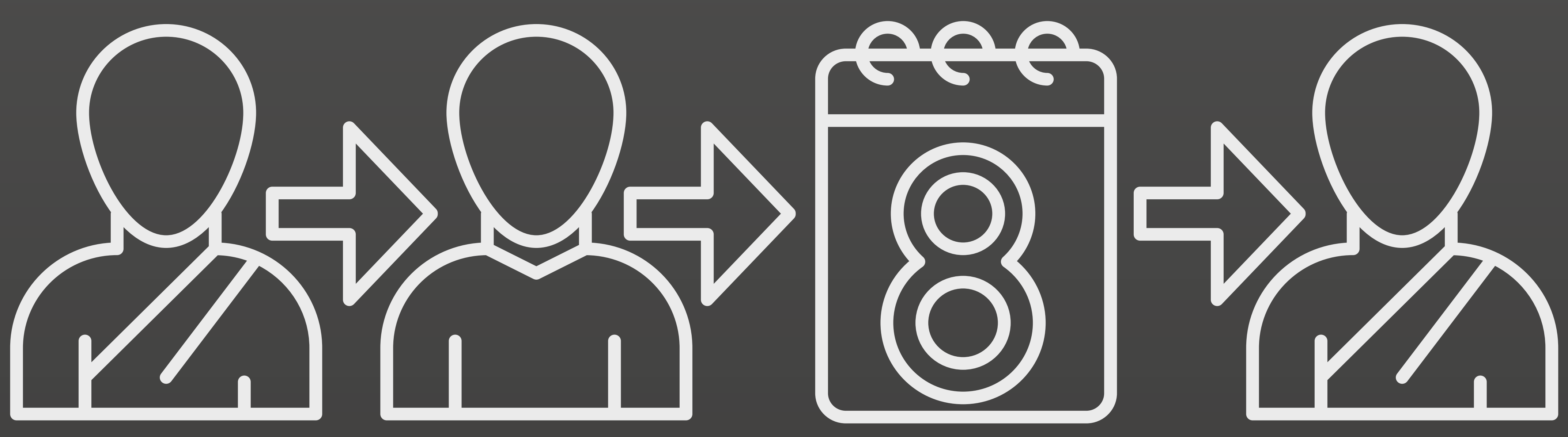
পুরুষ মাথার চুল মুণ্ডাবেন কিংবা ছোট করবেন। আর নারী মাথার চুল একত্র করে আগা থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ (১-২ সে.মি.) কেটে ফেলবেন।

এভাবে ওমরাকারী তার ইহরাম হতে হালাল হলো এবং ইহরামের কারণে যে সমস্ত কাজ নিষেধ ছিল তা এখন বৈধ।



তামাত্তু’ হাজ্জীর উমরা

তামাত্তু’ হলো হাজ্জী কর্তৃক প্রথমে উমরার নিয়ত করা। উমরা সম্পন্ন ও হালাল হওয়ার পরে জিলহজ মাসের আট তারিখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা। এভাবে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ আলাদা করে পালন করা।



তামাত্তু’র পদ্ধতি



- হজ্জের মাসগুলোতে (শাওয়াল-যিলকাদ- যিলহজ) স্রেফ উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা।



- মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ করা, সাঈ করা। চুল ছোট করা কিংবা মুণ্ডানো। ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।



- ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ (তথা যিলহজের ৮ তারিখ) শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং অন্যান্য সকল কাজ সম্পন্ন করা।



হারামে পৌঁছা

বিমানবন্দর থেকে হারামে যেতে:

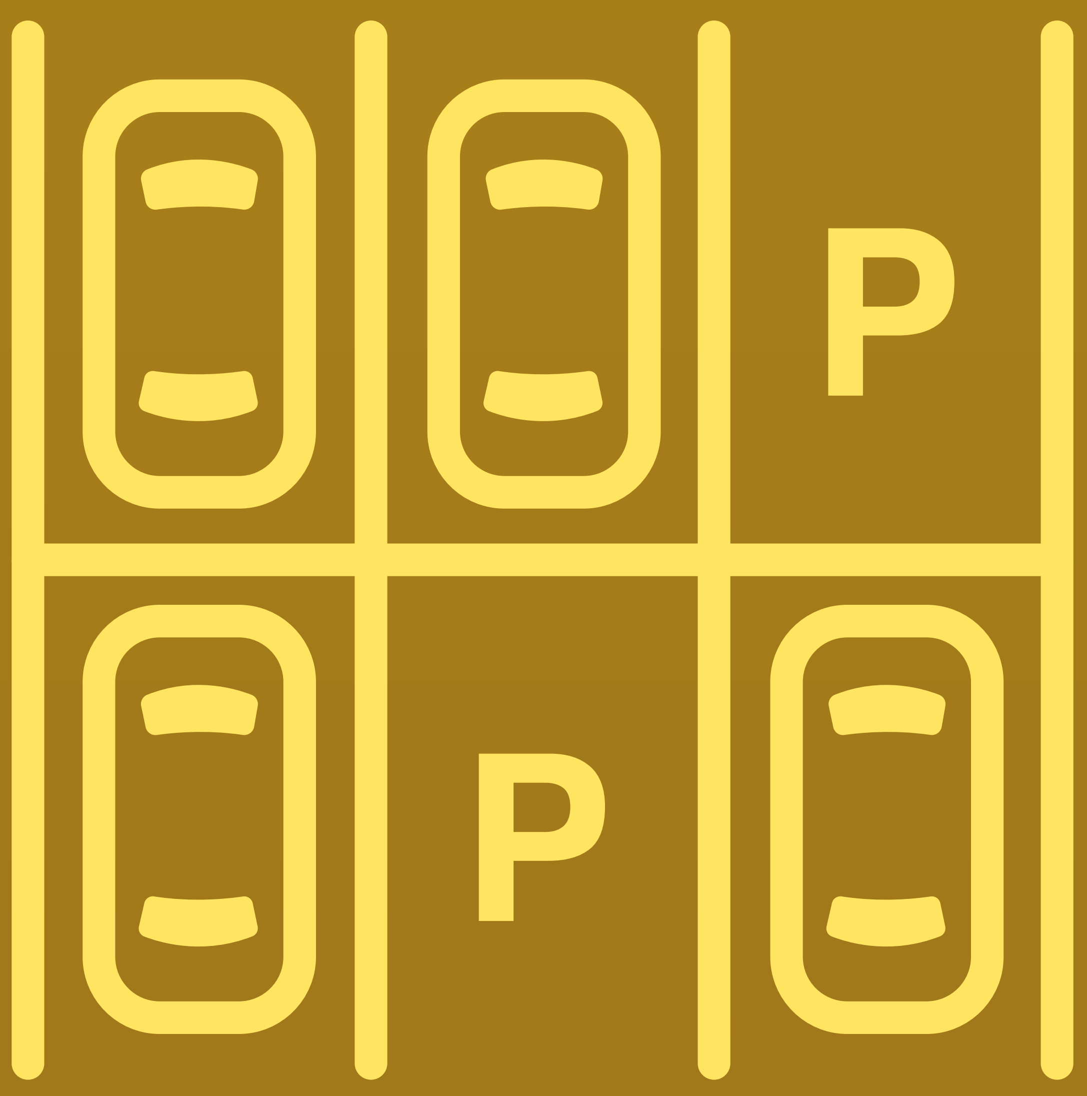
বিভিন্ন পরিবহন রয়েছে:

- টেক্সি/ রেন্ট-এ-কার
- হজ্জ ও উমরা কোম্পানীগুলোর বাস
- হারামাইন ট্রেন
- যে কোনো ভাড়া গাড়ি



আপনার ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা ভাড়া গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে:

মনে রাখুন কোনো প্রকারের গাড়ি নিয়ে মক্কার মহল্লাগুলোতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। ভিড় এড়াতে উক্ত নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।



ফলে পবিত্র (মক্কা) শহরে বিদ্যমান নিচের যে কোনো একটি পার্কিংয়ে আপনাকে গাড়ি রাখতে বলা হবে:



যাহের পার্কিং

কুদাই পার্কিং

জামারাত পার্কিং

রুসাইফা পার্কিং

দাকমুল ওয়াবার পার্কিং

হারামাইন ট্রেন স্টেশন পার্কিং

প্রিন্স মুতআব রোডের পার্কিং (মাসাফী টানেল)



এ সকল পার্কিংয়ে হাজ্জী ও উমরাকারীদের সেবায় অসংখ্য বাস রয়েছে যা তাদেরকে এখান থেকে সরাসরি হারামে নিয়ে যায়।





হারামাইন ট্রেন



হাজী ও উমরাকারীদের সেবায় নিয়োজিত উচ্চ দ্রুত গতিসম্পন্ন ট্রেন যা মক্কা ও মদিনার মাঝে সংযোগ বিধান করে থাকে। এটি দুই শহরের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করে।

মক্কায় ট্রেন স্টেশনের অবস্থান:

স্টেশনটি হারামে মক্কী থেকে ৩.৫ কি.মি. দূরে রুসাইফা এলাকায় অবস্থিত। এখানে ৪৭৫০ গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।



মক্কা মুকাররমার এই ট্রেন স্টেশন থেকে হারাম পর্যন্ত যাত্রীদের বহনের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস রয়েছে।



গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা সমূহ:



আপনি চাইলে হারামাইন ট্রেনের ওয়েবসাইট থেকে টিকেট ক্রয় করতে পারেন।



ট্রেনে যেসব পণ্য বহন করা যায় ওয়েবসাইটে সেগুলোর তালিকা দেখুন।



ট্রেন স্টেশনে হারাম পর্যন্ত যাওয়ার বাস ও টেক্সি পাওয়া যায়।



নির্ধারিত সময়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করুন।

বুকিং ও সময়সূচি জানতে

এখানে ক্লিক করুন





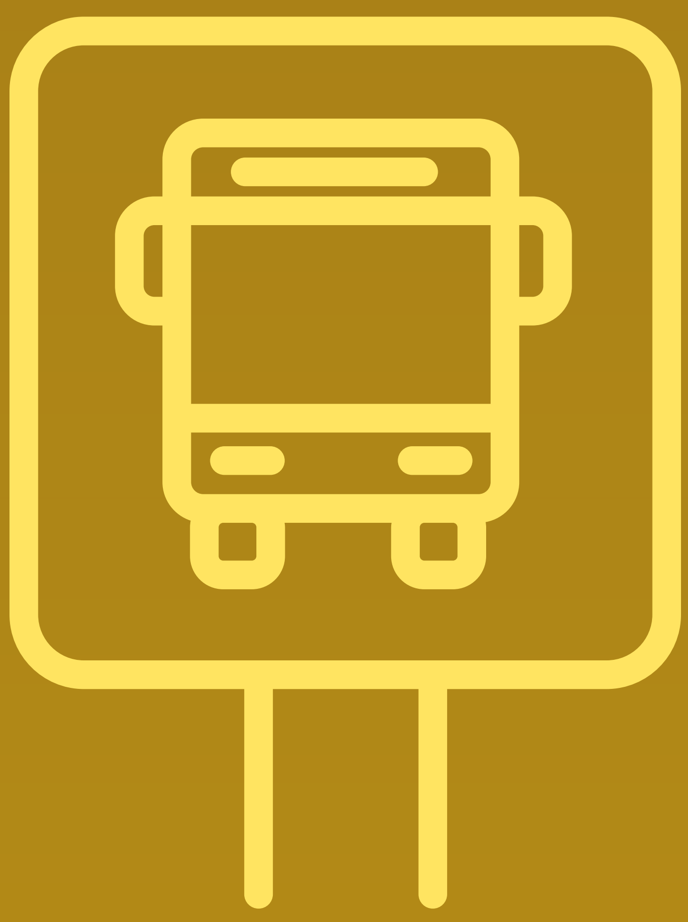
হারামে পৌঁছার আগে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা সমূহ

উমরাকারীর কর্তব্য হলো নিজস্ব কাফেলার দায়িত্বশীলের সঙ্গে সমন্বয় করার পরেই হারামের দিকে অগ্রসর হওয়া। যাতে উমরার নির্ধারিত সময় জানা যায়। একইভাবে হোটেলের ঠিকানাও পূর্ণরূপে জেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মোবাইল কিংবা কোনো কাগজে হোটেলের লোকেশন লিখে নেয়া উত্তম।



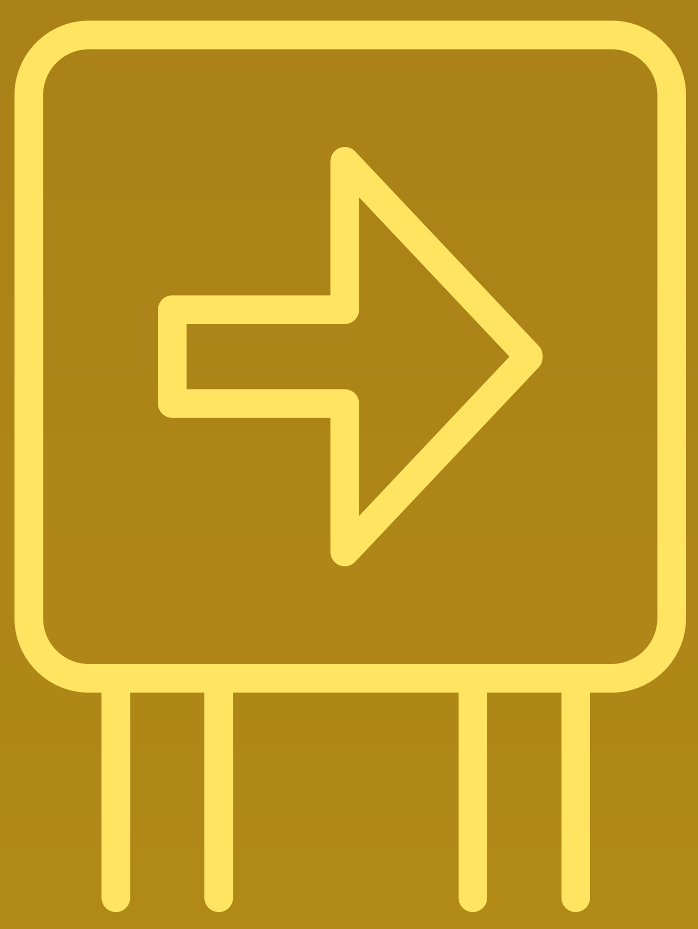
যদি বাসের মাধ্যমে হারামে আসেন:

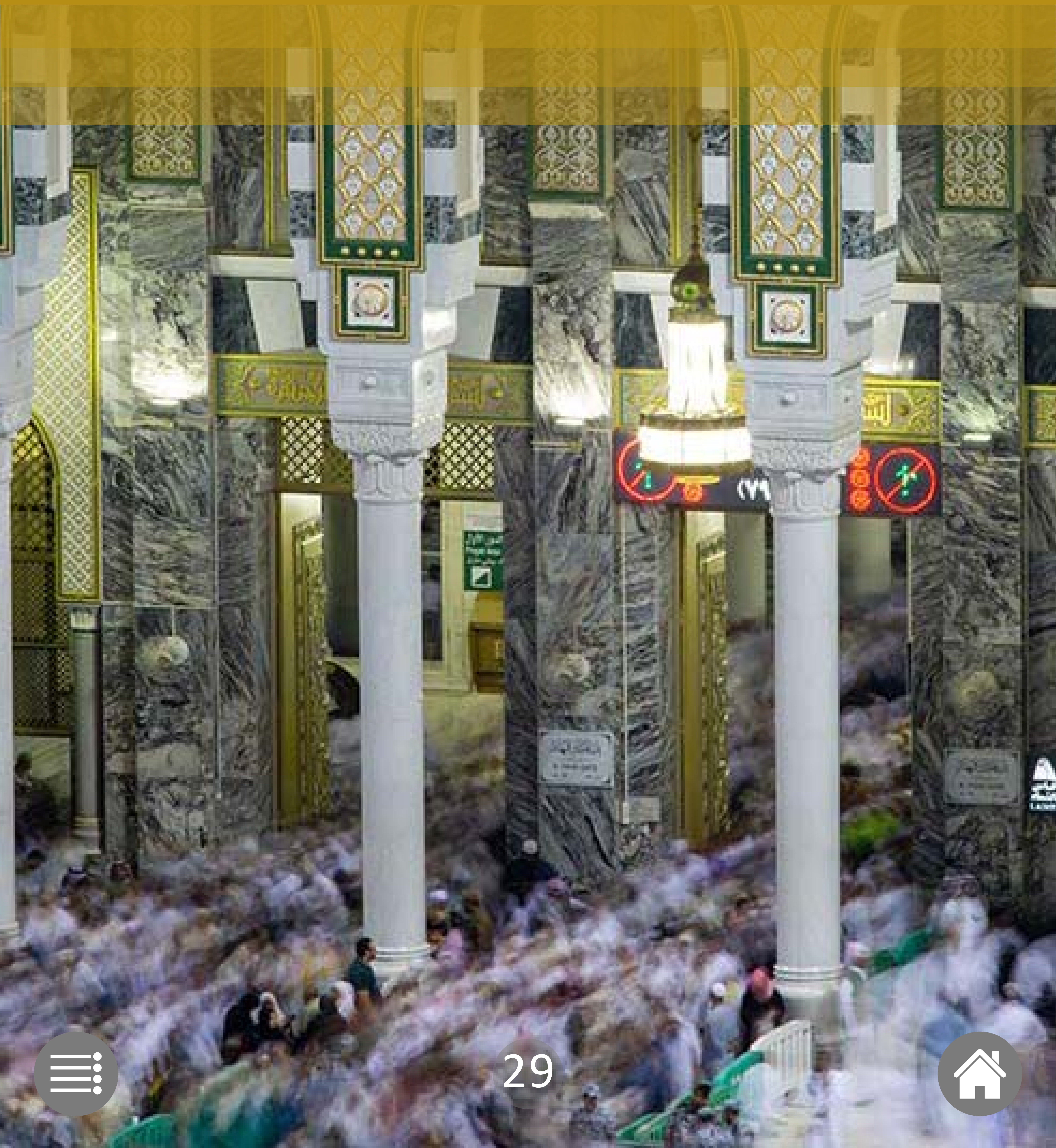
তবে বাসটি আপনাদেরকে কোথায় নামিয়েছে সেটা ভালো করে মনে রাখুন। উমরা শেষ করার পরে কোথায় আসতে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন।





হারাম প্রাঙ্গণে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাগুলোর সামনে নানান ফলক দেখতে পাবেন সেগুলোতে ঢোকা কিংবা বের হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা লেখা রয়েছে।





চলন্ত সিঁড়ি



হারামে চলা-ফেরা, ওপরে ওঠা ও নিচে নামার জন্য আপনাকে চলন্ত সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবানী:



১



ক্লান্ত হলেও সিঁড়ির ওপর বসবেন না।

২



শক্ত হয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকুন। হাত দ্বারা বেল্ট ধরে রাখুন।

৩



মহিলাগণ নিজেদের হিজাব, ওড়না এসব বস্তুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যাতে সিঁড়ির গোড়ায় পেচিয়ে না যায়।

৪



সিঁড়ি অপর প্রান্তে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা শুরু করুন। না হয় পেছনের লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে।



৫



অভিজ্ঞ লোক ছাড়া সিঁড়িতে হুইল চেয়ার উঠাবেন না।

৬



যদি আপনার সঙ্গে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা সিঁড়িতে চড়তে অনভিজ্ঞ লোক থাকে তবে সিঁড়িতে ওঠার সময় তার পাশে থাকুন। তার হাত ধরে রাখুন। যাতে তিনি পড়ে না যান।

৭



যদি সিঁড়িতে ওঠা বা নামার ক্ষেত্রে ভিড় সৃষ্টি হয় তবে সেখানে ঢুকে ধাক্কাধাক্কি করবেন না, হাজ্জীদেরকে কষ্ট দিবেন না। বরং আপনার মুসলিম ভাইদেরকে সুযোগ দিন।

৮



সিঁড়ির নিচে বিদ্যমান ব্রাশের ওপর পা রাখবেন না। এতে আপনি আহত হতে পারেন। সিঁড়ির পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হবে।



তাওয়াফ

তাওয়াফ আল্লাহর জন্য কৃত একটি ইবাদত। আল্লাহর ঘর কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণের মাধ্যমে এটা সম্পাদিত হয়।



তাওয়াফের শুরু ও শেষ:

- কাবা ঘরের যে কোণে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত হাজ্জী ও উমরাকারী সেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন। ওপরের ফ্লোরগুলোতে সেটা বোঝার জন্য সবুজ সংকেত রয়েছে।

- প্রত্যেক তাওয়াফের সময় ঘুরে হাজারে আসওয়াদ বরাবর এলে তাওয়াফকারী তাকবীর দিবেন। তবে তাকবীরটি কোনো বিশেষ বিন্দুতে দিতে হবে সেটার আগে কিংবা পরে দেয়া যাবে না এমন নয়। বরং নিজেকে হাজারে আসওয়াদ বরাবর মনে হলেই তাকবীর দিবেন।



- তাকবীর দিয়ে হাজারে আসওয়াদের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করবেন। অতঃপর আবার তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফের সময় কাবা বাম দিকে রাখবেন (ঘড়ির কাটার বিপরীত)। সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাত। তবে হজ্জ ও উমরার মৌসুম এবং ভিড়ের সময় সেটা কঠিন হয়ে পড়ে।



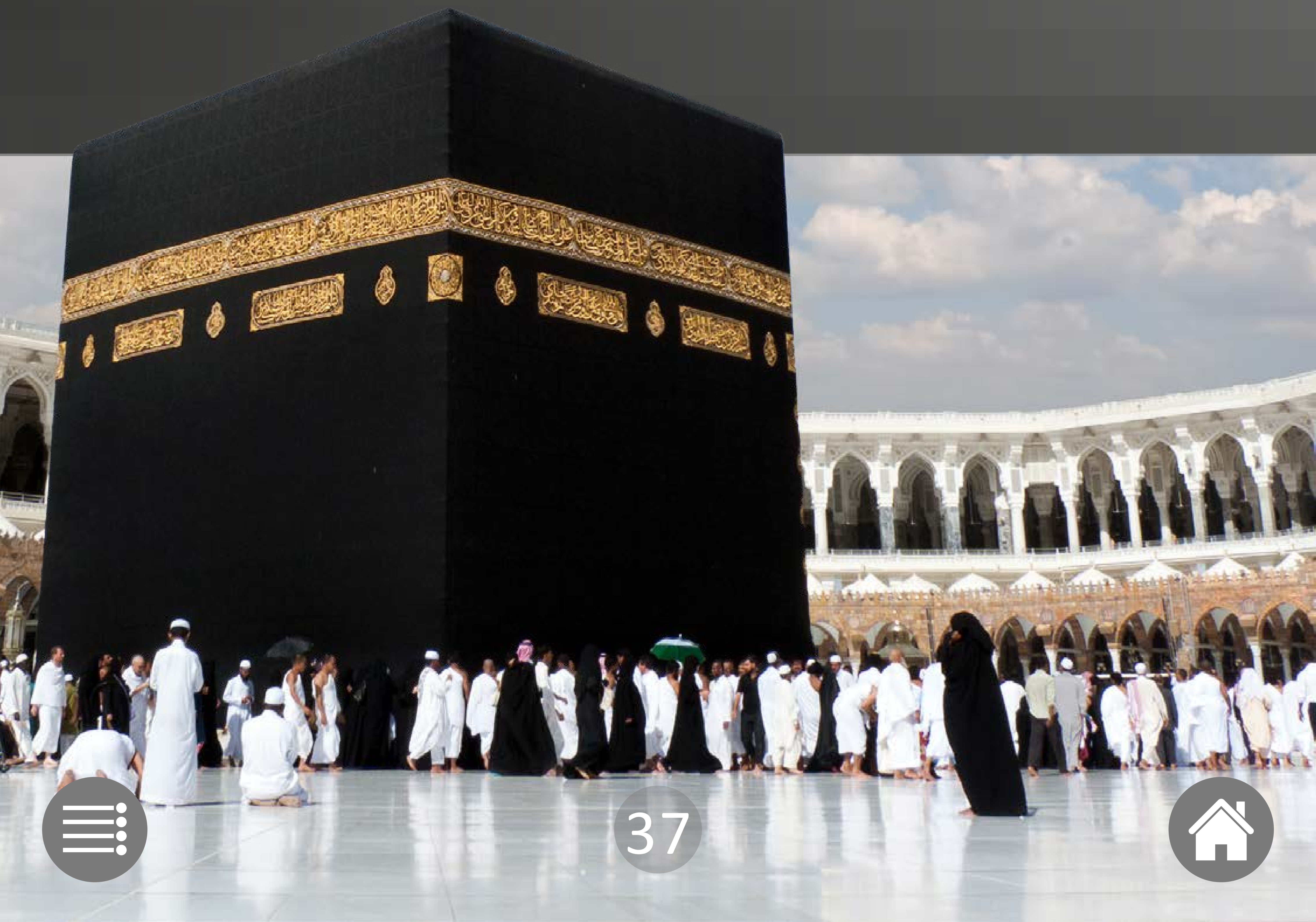


- তাওয়াফের সময় আল্লাহর কাছে দুআ ও মুনাজাত অব্যাহত রাখবেন।

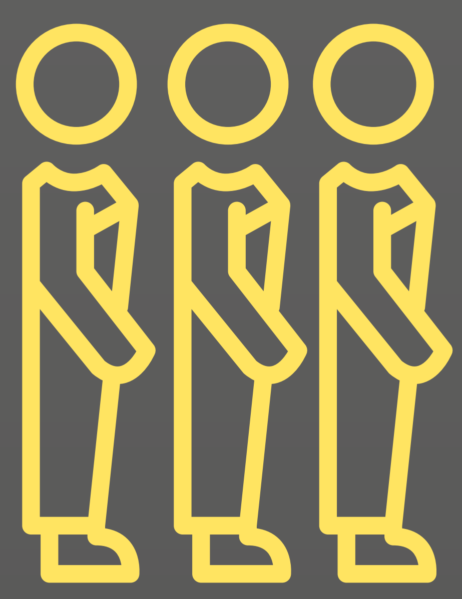
- হাজারে আসওয়াদের আগের কোণে যা ‘রুকনে ইয়ামানী’ নামে পরিচিত সেখানে পৌঁছলে সম্ভব হলে সেটি স্পর্শ করা সুন্নাত। (তবে হজ্জ ও উমরার মৌসুমে সেটা করা কঠিন)

- হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছে গেলে- যেখান থেকে তাওয়াফ শুরু হয়েছিল- হাত দ্বারা ইশারা করবেন এবং তাকবীর দিবেন। এভাবে এক বার প্রদক্ষিণ শেষ হবে।

- এমন করে কাবার চারপাশে ৭ বার প্রদক্ষিণ করবেন।



তাওয়াফকালীন দিক-নির্দেশনা:



- মাতাফের আঙিনায় দাঁড়িয়ে না থাকা। কারণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি সৃষ্টি হবে।



- কোনো অবস্থাতেই তাওয়াফের বিপরীত দিকে পথ না চলা।



- ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির জায়গা এড়িয়ে চলুন।



- মাস্ক পড়ুন সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত করুন।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে একটি সুন্নাত হলো



‘ইজতিবা’ করা। এটা ইহরামের কাপড় গায়ে জড়ানোর বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ডান কাঁধ কাপড়ের বাইরে উন্মুক্ত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন করেছেন।





‘রমল করা’: অর্থাৎ ছোট ছোট পদক্ষেপের সঙ্গে দ্রুত হাঁটা (দৌড়ানো উদ্দেশ্য নয়)। পুরুষগণ সম্ভব হলে প্রথম তিন চক্করে এটা করবেন (অন্যদেরকে কষ্ট না দিয়ে)। বাকি চার চক্করের স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সম্পন্ন করবেন।



দোয়া:

নিজের সকল পেরেশানী, দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ ও মুনাজাত করবেন। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝের জায়গাটুকুতে তাওয়াফের সময় এই দুআ পড়া সুন্নত:

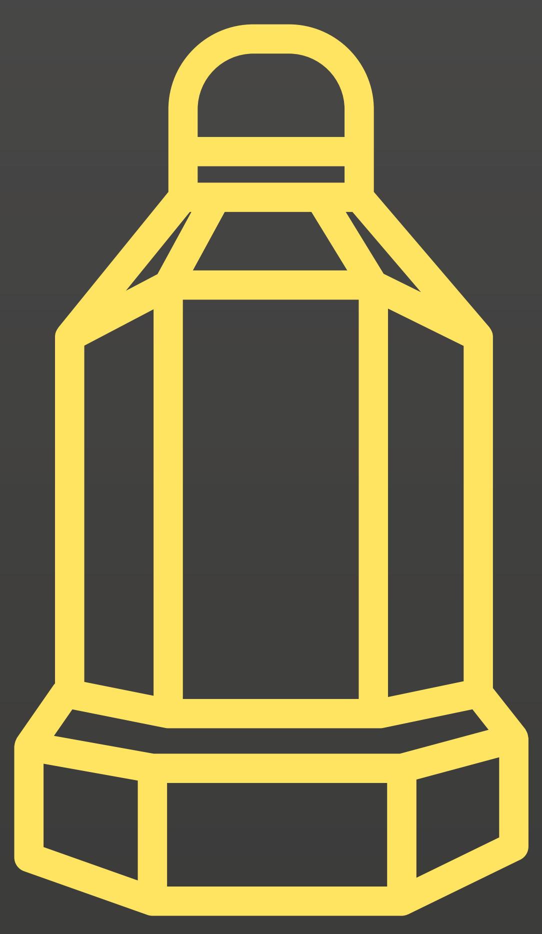
رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১]



তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাজ

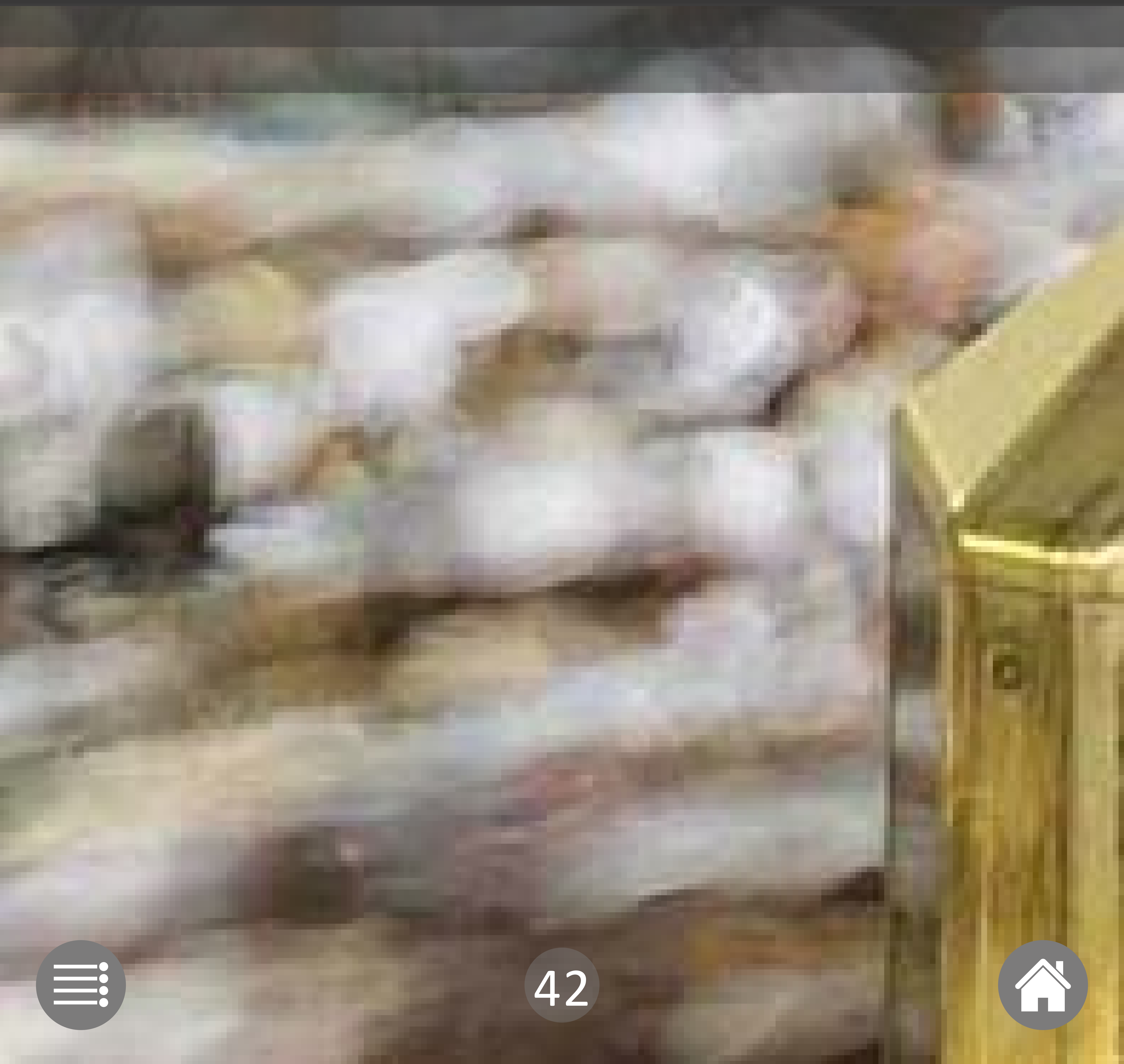
সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করার পরে কাঁধ ঢেকে নিবেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাআত নামাজ পড়া সুন্নাত। কর্তৃপক্ষ যেখানে নামাজ পড়তে বলবে সেখানেই নামাজ পড়বেন। বরং হারামের যে কোনো স্থানে চাইলে এই দুই রাকাআত নামাজ পড়তে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো’। [বাকারা: ১২৫]



তাওয়াফের দুই রাকাআত নামাজের স্থান:

- নিরাপত্তাকর্মীদের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী হারামের যেকোনো স্থানে পড়বেন।

- আর যদি মাকামে ইবরাহীমকে সরাসরি সামনে রেখে পড়া যায়- হোক একটু দূর থেকেও তবে সেটা মুস্তাহাব গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো’।





■ তাওয়াফকারীদেরকে কষ্ট দেয়া কিংবা তাওয়াফে বিঘ্নতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ কাবাতে তাওয়াফই সর্বোত্তম কাজ। ফলে তিনিই সেখানের সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাকেই আগে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'তোমরা আমার ঘর পবিত্র করো তাওয়াফকারীদের জন্য। দণ্ডায়মানদের জন্য। রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য'।

প্রথম রাকাআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত।

- তাওয়াফ শেষ করার পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যমযমের পানি পান করেছেন। ফলে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা সুন্নাত। বর্তমানে সময়ে এটা সহজও বটে। কারণ তাওয়াফ শেষ করে সাঈর দিকে যাওয়ার পথে, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানসহ হারামের সর্বত্রই যমযমের পানি বিদ্যমান।





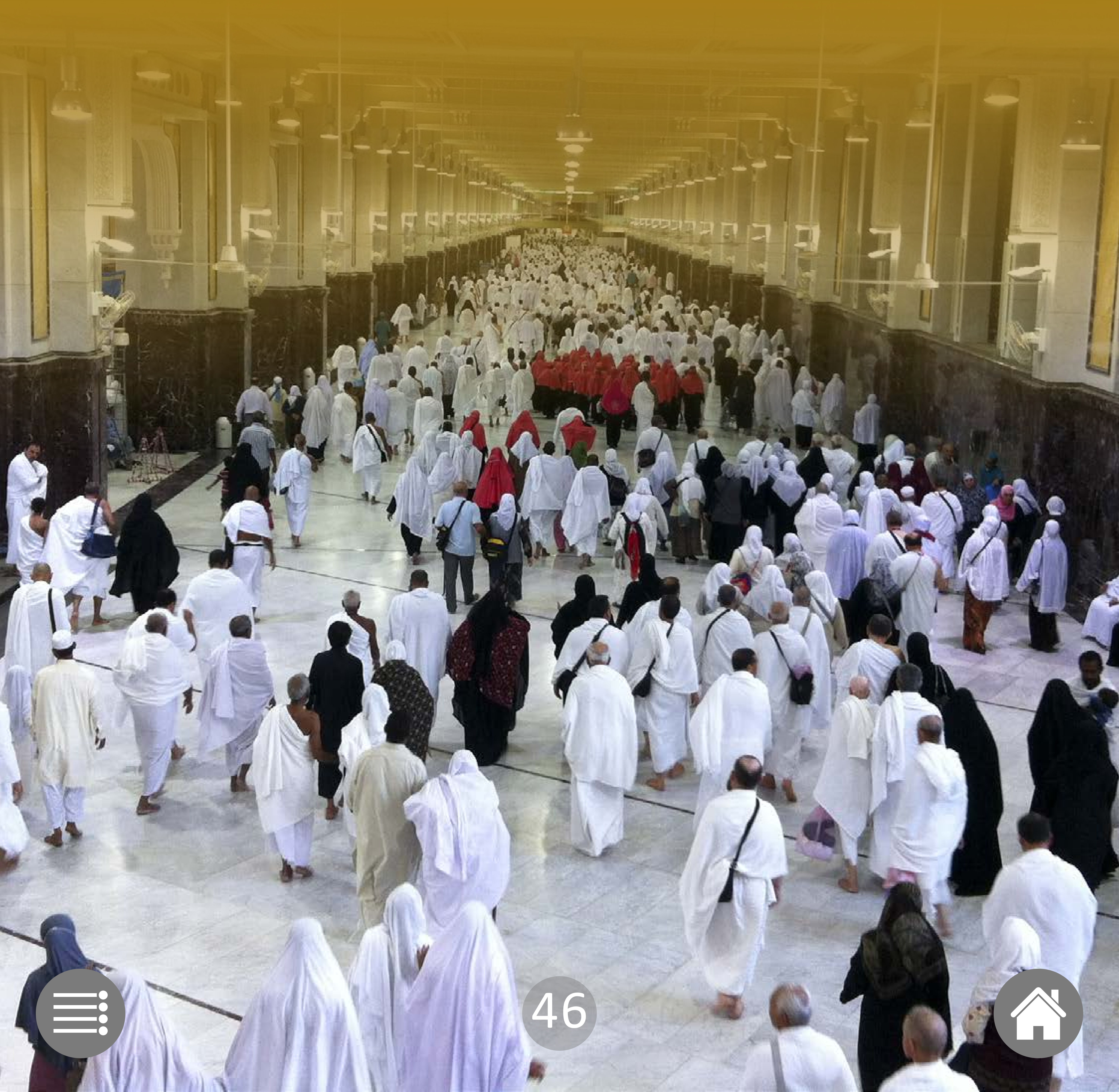
(মাসআ) সাঈর স্থানে গমন



- তাওয়াফ শেষ করার পরে আপনি মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে সাঈ করার স্থানের দিকে নির্দেশনা দেখতে পাবেন। এর মাধ্যমে আপনি সাফা পাহাড়ে চলে যাবেন যেখান থেকে সাঈর সূচনা হবে।

মাতাফের আঙিনায় তাওয়াফ শেষ করার পরে আমরা আপনাকে সাঈর জন্য ওপরের ফ্লোরগুলো বেছে নেয়ার পরামর্শ দিবো:

- এতে আপনি নিচের ফ্লোরের ভিড় থেকে বাঁচতে পারবেন।
- আপনার নিজের ও অন্যান্য মুসলিম ভাইদের আরাম মিলবে।





ওপরের ফ্লোরগুলোতে সাঈর জন্য:

বিশেষ বৈদ্যুতিক সিঁড়িগুলো ব্যবহার করুন (প্রয়োজনে নিরাপত্তা কর্মীকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন)

সাফা ও মারওয়া



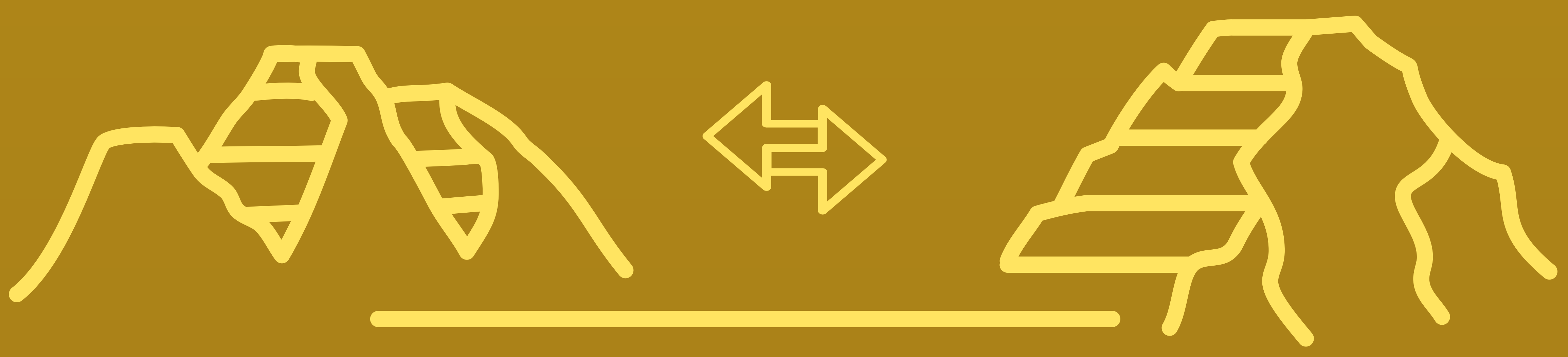
সাফা ও মারওয়া দু’টো ক্ষুদ্র পাহাড়। হাজেরা আলাইহাস সালাম (ইসমাঈলের মাতা) খাবার কিংবা পানির খোঁজে এখানে আরোহণ করেছিলেন।

সাফা:

- একটি ছোট্ট পাহাড় যেখান থেকে সাঈর সূচনা হয়।
- নিচের ফ্লোরে এখনও সে পাহাড়ের পাথরগুলো দৃশ্যমান।

মারওয়া:

- একটি ছোট্ট পাহাড় যেখানে সাঈ শেষ হয়।
- হাজ্জী ও উমরাকারীদের সাঈ এখানে সম্পন্ন হয়।



সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ হজ্জ ও উমরার আমল:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

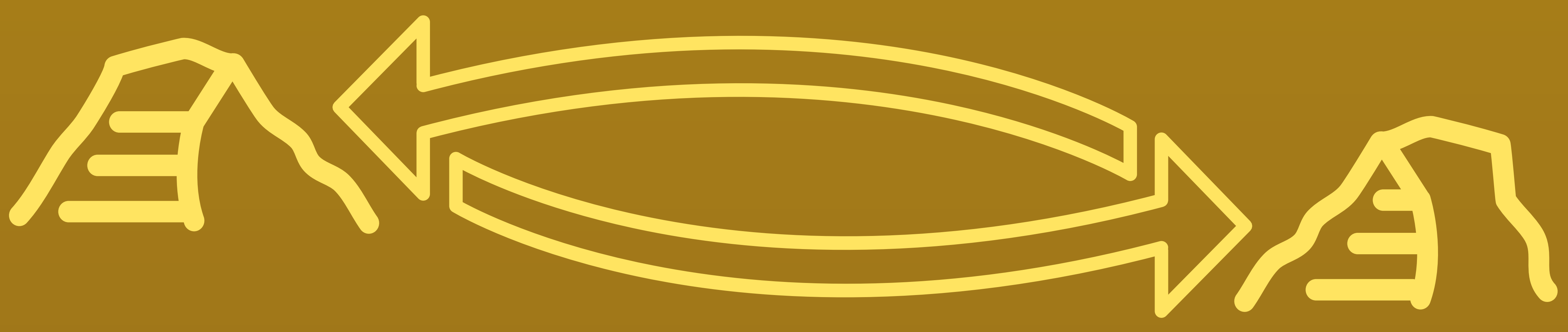
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত’।

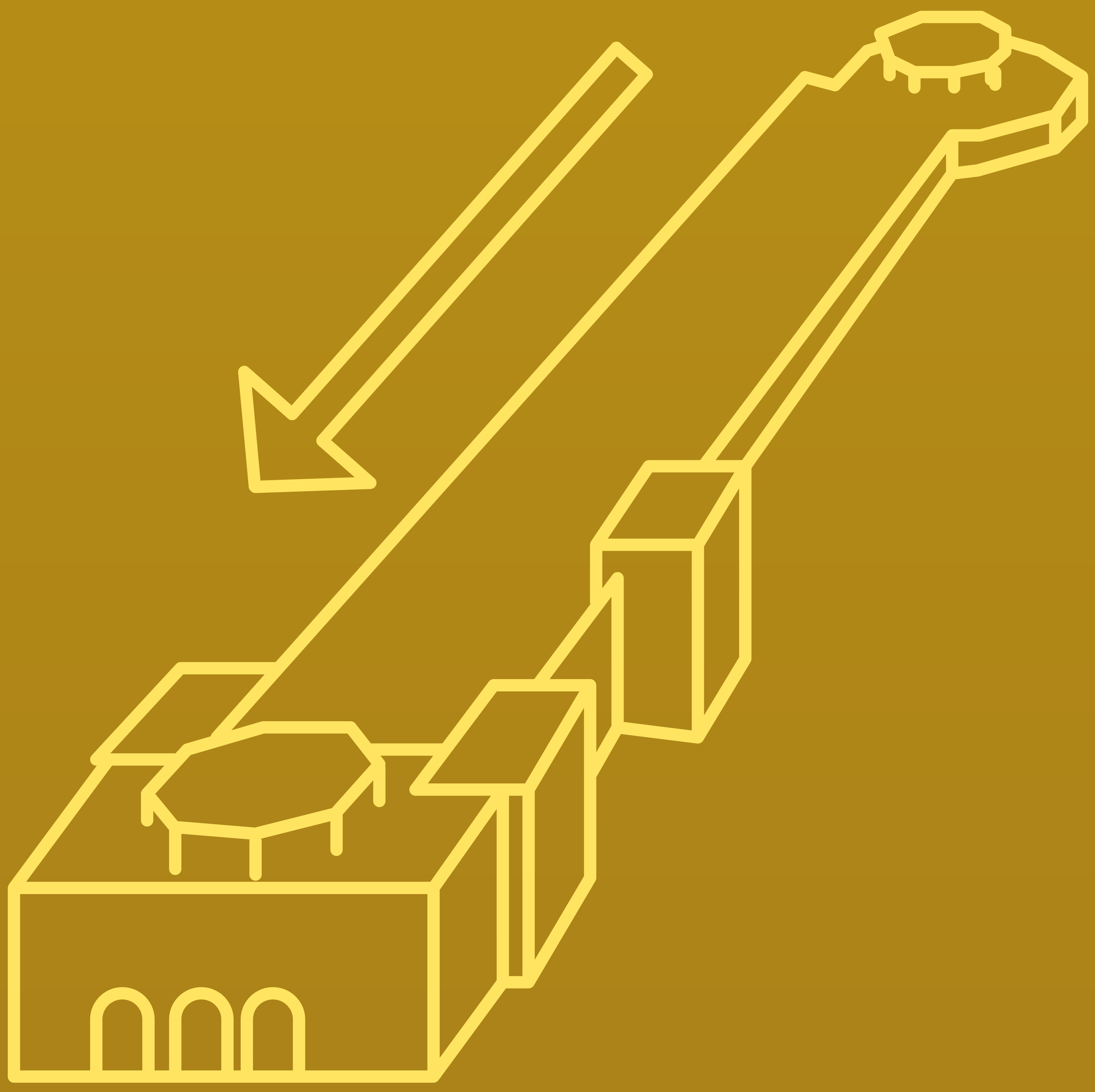


সাঈর বিবরণ

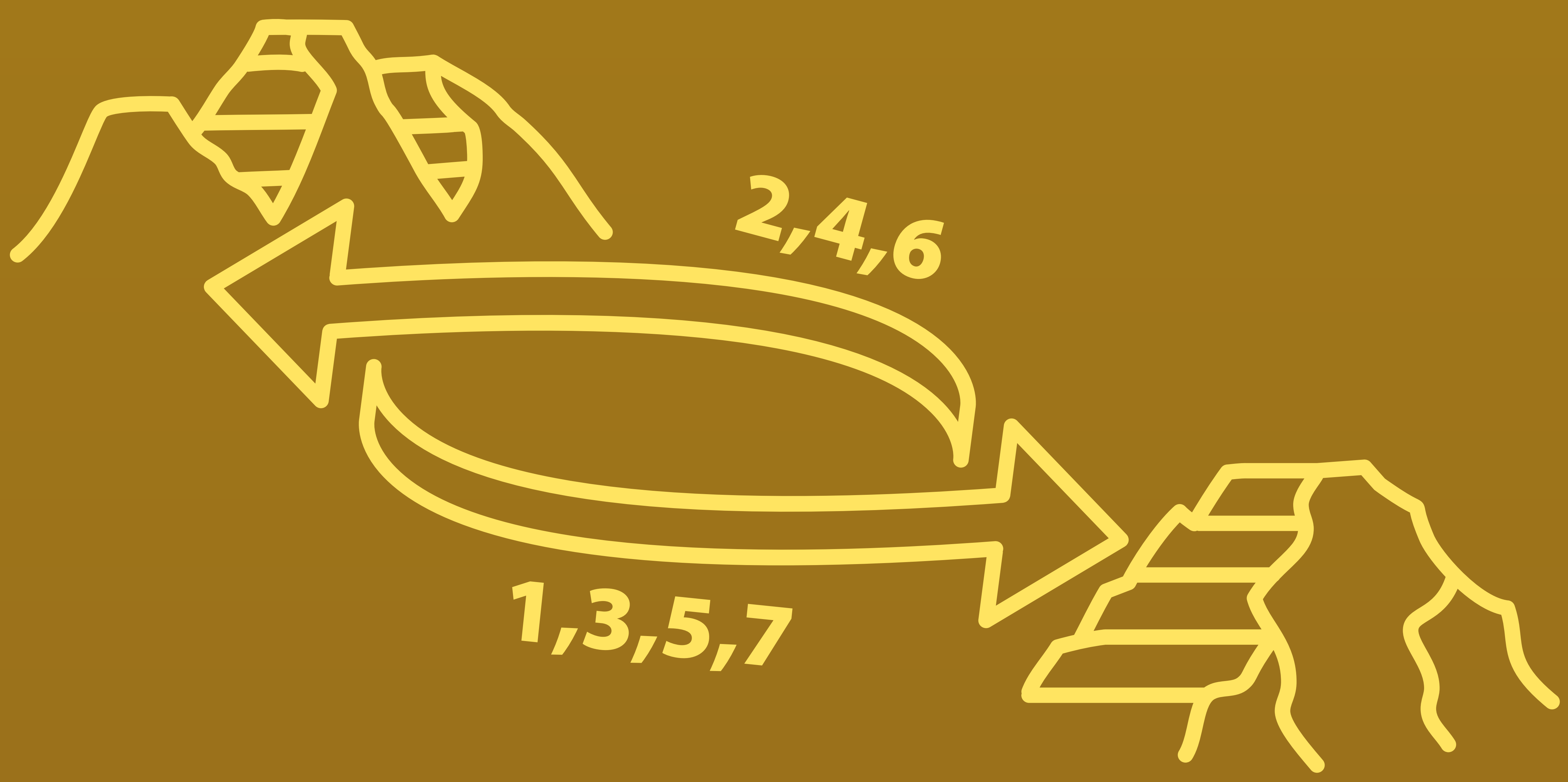
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত বার দৌড়ানো আল্লাহর ইবাদত। রাসূলে কারীম (সাঃ) এটা করেছেন।



সাফাতে সাঈ শুরু হয়, মারওয়াতে গিয়ে শেষ হয়।

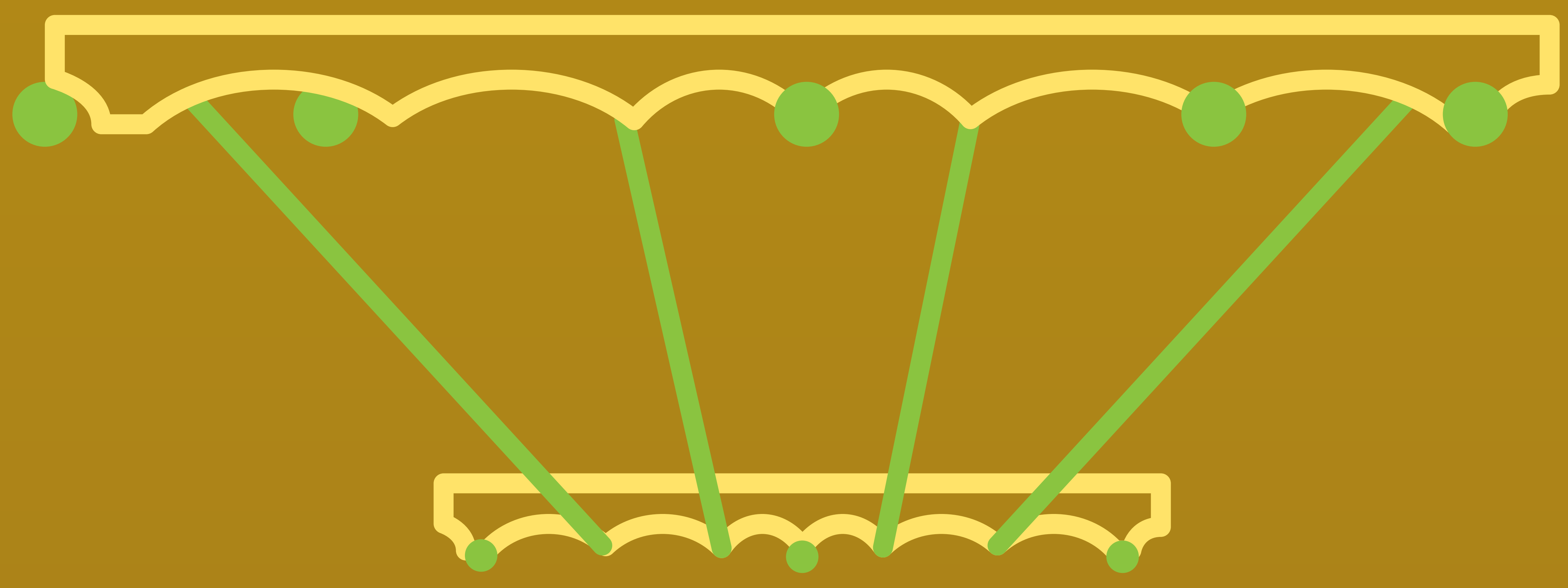


- সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক বার গমন একটি চক্কর বিবেচিত হয়।
- মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত আসা আরেকটি চক্কর বিবেচিত হয়। এভাবে সাত চক্কর সাঈ।



দু'টো সবুজ চিহ্নিত জায়গা:

সাফা ও মারওয়ার মাঝে সবুজ চিহ্নিত স্থানে সক্ষম পুরুষদের জন্য একটু জোরে দৌড়ানো মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এমন করেছেন ।







সাঈর দুআ

সাঈতে দুআ:

সাঈর পুরো সময়টা আল্লাহর জিকির, দুআ কিংবা কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা পূর্ণ করা উচিত।



সাফা ও মারওয়াতে দুআ:

প্রত্যেক সাঈর শুরুতে সাফা কিংবা মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে কিবলার দিকে ফিরে দুই হাত তুলে দুআ-মুনাজাত করা ও তাকবীর দেয়া সুন্নাত।



আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) দুআ:

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাওয়াফ শেষ করে সাফাতে পৌঁছে কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত'।

অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন (তথা সাফা) আমিও সেটা দ্বারা শুরু করলাম'।



তিনি সাফা কিংবা মারওয়াতে পৌঁছে কিবলামুখী হয়ে বলতেন, ‘আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ। আনজাযা ওয়া’দাহ। ওয়া নাসারা আবদাহ। ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ’। অতঃপর তিনি বিভিন্ন দুআ করতেন। অতঃপর ওপরের দুআটি (দ্বিতীয়বার) পড়তেন। এরপর অন্যান্য দুআ করতেন। এরপর ওপরের দুআটি (তৃতীয়বার) পড়তেন। অতঃপর নতুন চক্কর শুরু করতেন।



তবে দোয়ার জন্য এমন জায়গাতে দাঁড়াবেন না যার ফলে অন্যদের চলাচল বিঘ্নিত হয়। বরং নিরাপত্তাকর্মী ও প্রশাসনের অন্যান্য লোকদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলবেন।

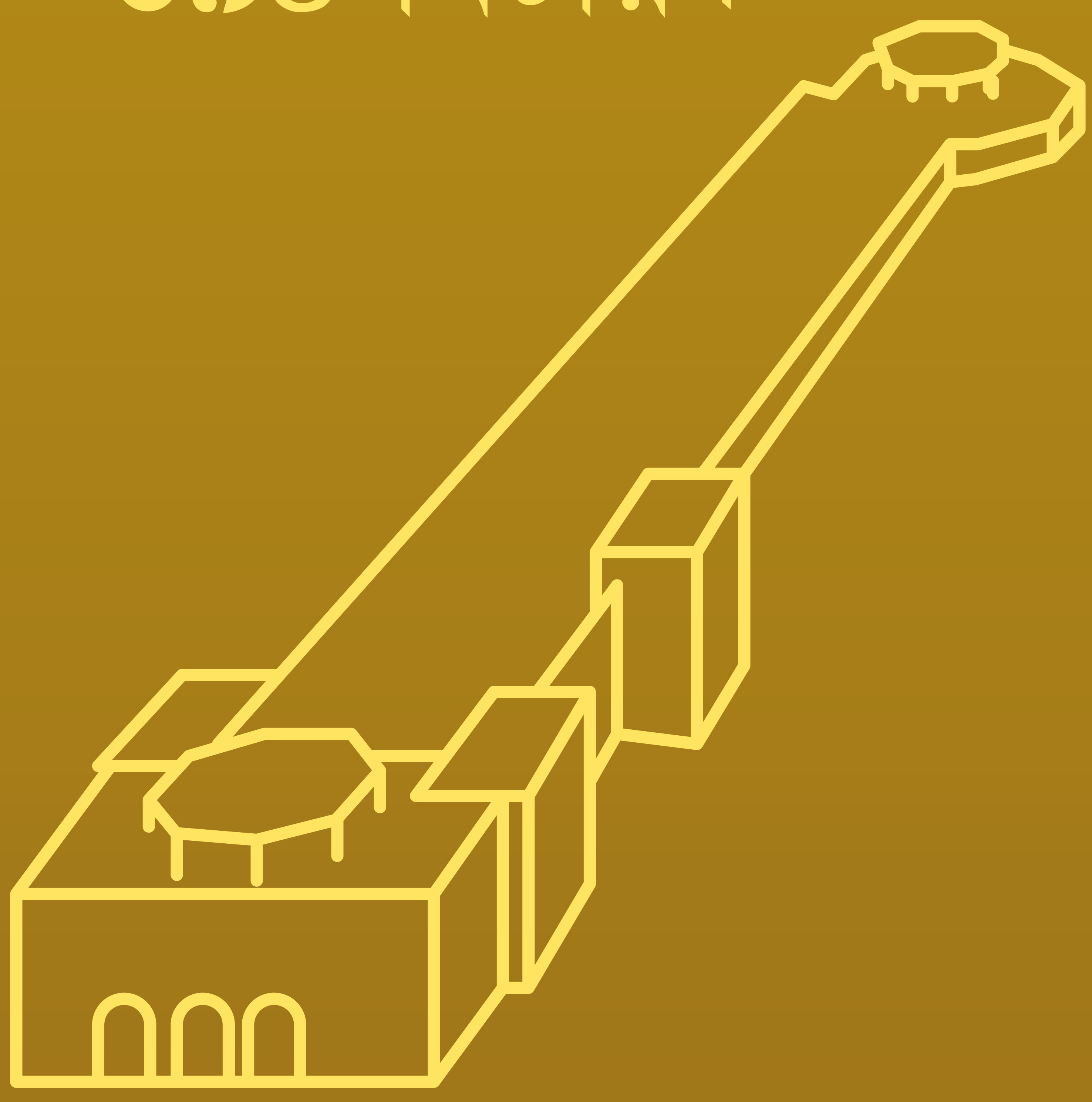




সংখ্যায়

সাঈ

সাঈর স্থানের দৈর্ঘ্য: ৩৯৪ মিটার।



সাত চক্করের গড় দূরত্ব:

২৭৬১.৫ মিটার।



সাঈ সম্পন্নের গড় সময়:

৪৫-৫৫ মিনিট



হাঁটার ক্ষেত্রে গতির কমবেশ হওয়া নানা কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। যথা একটানা হাঁটা, দৈহিক উচ্চতা, ওজন, বয়স, স্থান, প্রতিবন্ধকতা, ভিড়, দুআর পরিমাণ ইত্যাদি।

সাঈ করার ফ্লোরসমূহ



সাঈর স্থানটি একাধিক ফ্লোরে বিভক্ত যার গড় আয়তন ৮৭০০০ বর্গমিটার। এগুলো হলো:

- ভূগর্ভস্থ ফ্লোর
- নিচ তলা
- বৈদ্যুতিক চেয়ারের জন্য নির্ধারিত মেজানাইন ফ্লোর
- প্রথম তলা
- দ্বিতীয় তলা

উমরাকারীদের
জিজ্ঞাসার জবাব

মসজিদে হারামের চতুর্দিকে অসংখ্য ফোন রয়েছে যা উমরাকারী ও দর্শনার্থীদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকে। বিশ্বের সাতটি ভাষায় উক্ত সেবা প্রদান করা হয়।





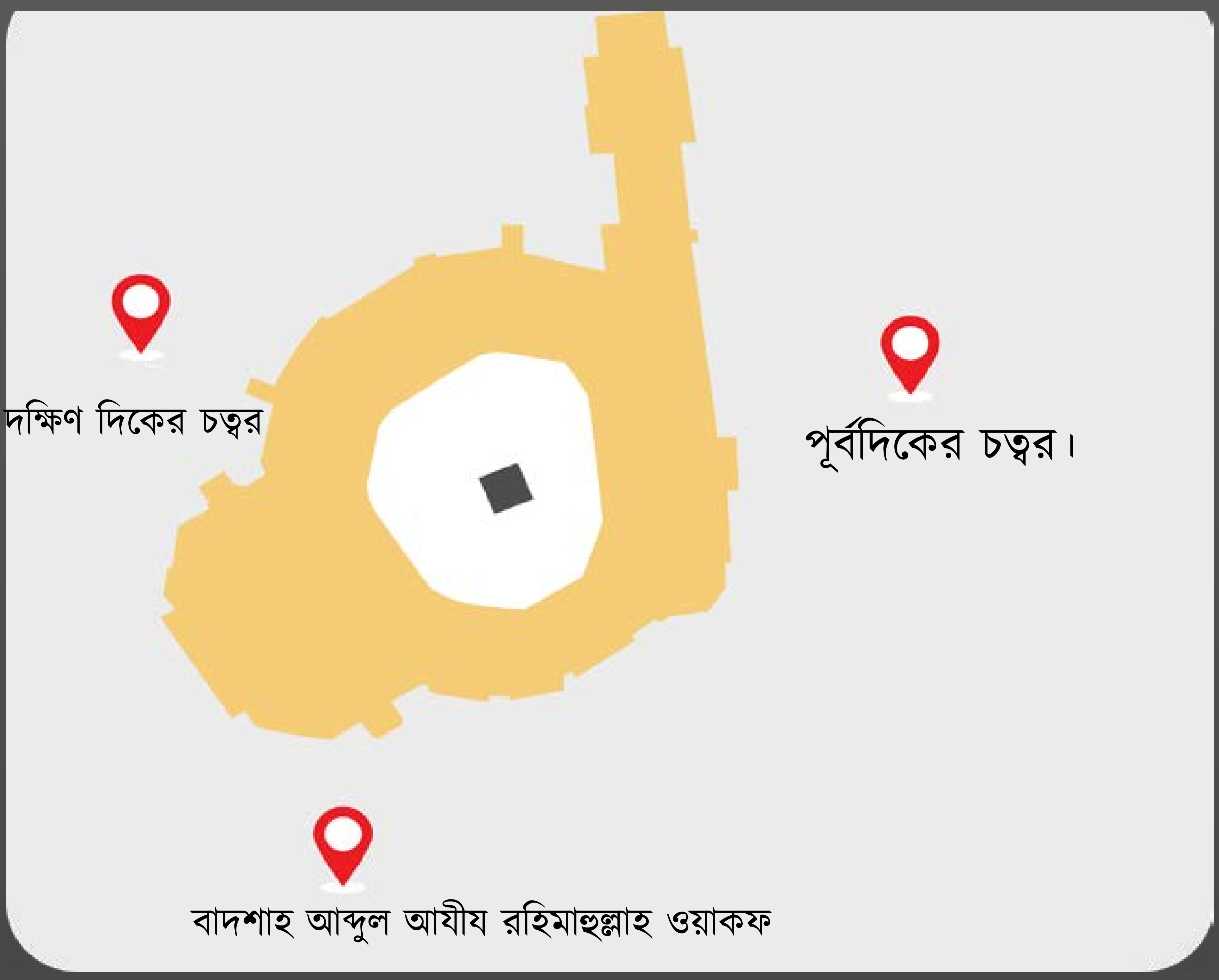
হুইল চেয়ার সার্ভিস

ফ্রি হুইল চেয়ার

সংগ্রহের স্থান:

১- পূর্বদিকের চত্বর (SAPTCO বাসের প্রবেশপথ)।

২- দক্ষিণ দিকের চত্বর (বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহর ওয়াকফের পাশে)।



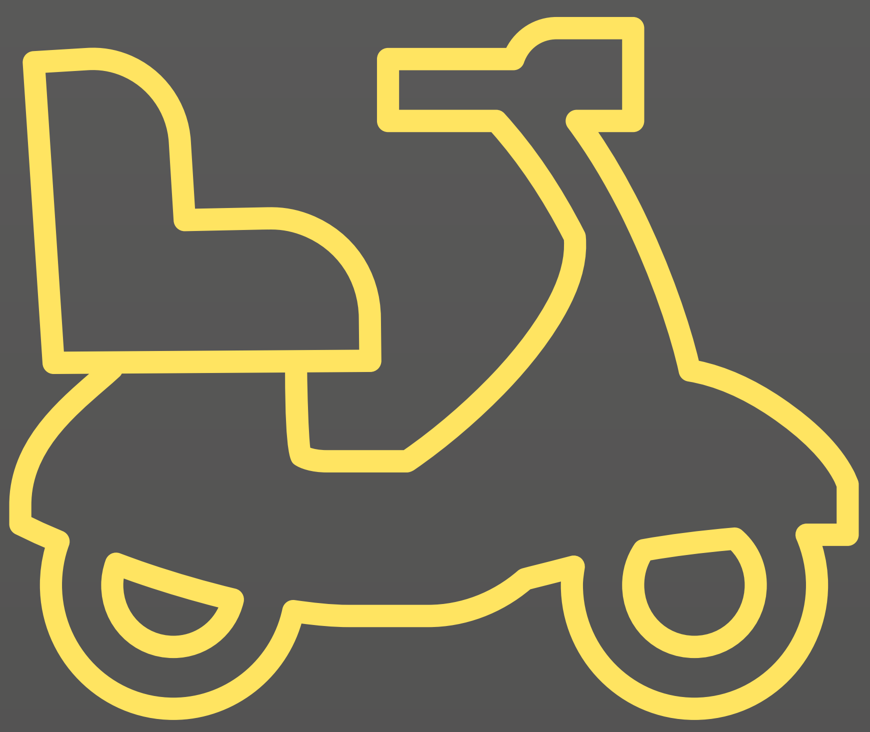
বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তওয়াফের বিশেষ হুইল চেয়ার রয়েছে। বিস্তারিত জানতে

এখানে ক্লিক করুন।



বৈদ্যুতিক হুইল চেয়ার:

একটি আধুনিক বাহন। হাজ্জী ও উমরাকারীদের সুষ্ঠুভাবে হজ্জ-উমরা সম্পাদনের সহায়ক হিসেবে এটার যাত্রা। এগুলো বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে।







মসজিদে হারামে উমরাকারী ও দর্শনার্থীদের চলাচল সহজীকরণের উদ্দেশ্যে এখানে ৫০০০ এর বেশি সাধারণ হুইল চেয়ার ও প্রায় ৩০০০ বৈদ্যুতিক চেয়ার বিদ্যমান রয়েছে।

হুইল চেয়ার ঠেলাদান সেবা:

সেবা দানের স্থানসমূহ:

১- নিচতলার মাতাফ।

২- নিচ তলার সাঈর স্থান (১৪ নং দরজা)

৩- দ্বিতীয় তলার সাঈর স্থান (আরকাম সিঁড়ি)

৪- বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ ওয়াকফ



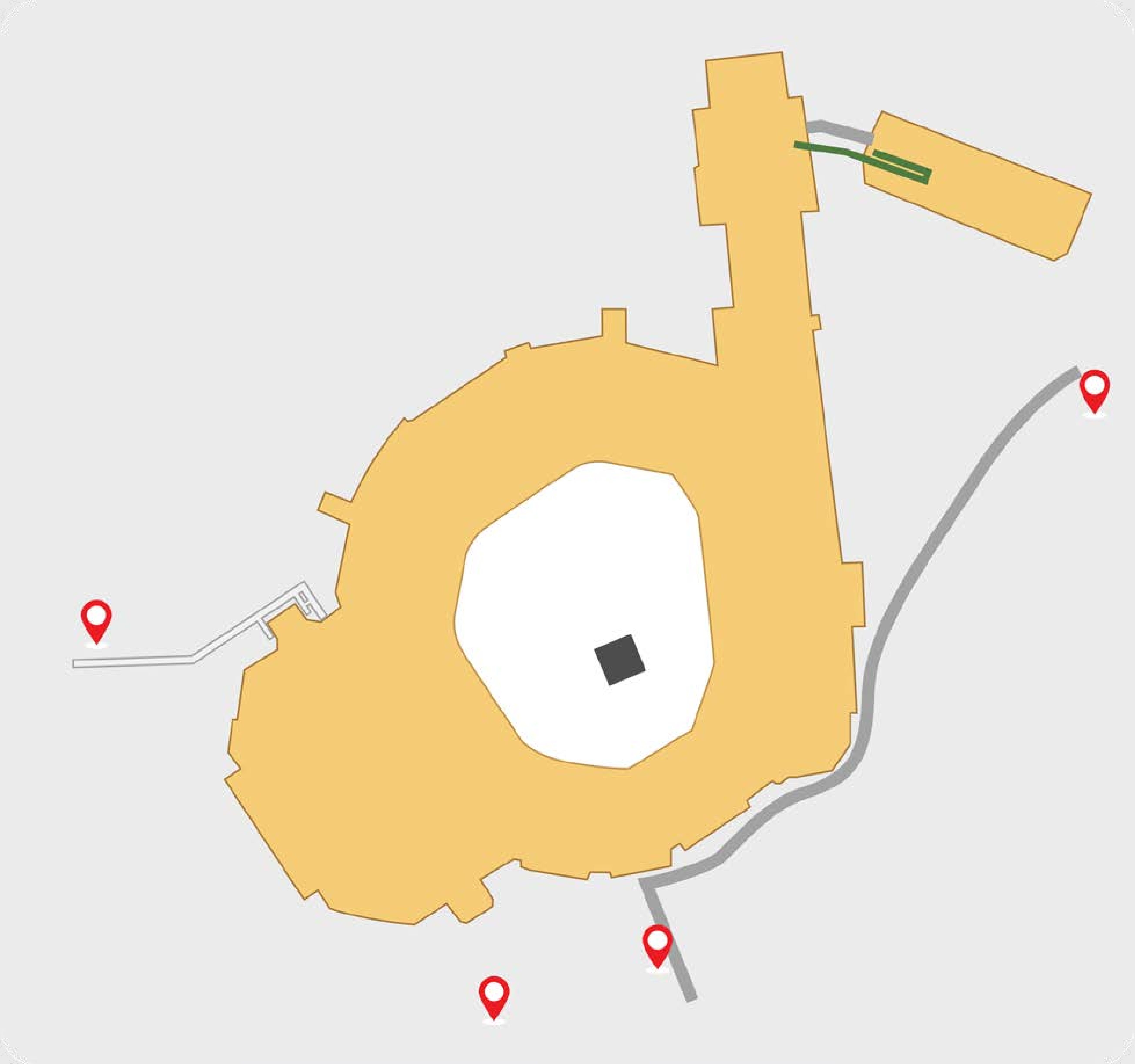
মসজিদে হারামের চারটি প্রবেশপথে বৈদ্যুতিক চেয়ার সেবা বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হলো:

১- পূর্বদিকের চত্বর (কাশশাশিয়্যার ছাদের ওপর)

২- দক্ষিণ দিকের চত্বর (প্রথম তলায় যাওয়ার আজইয়াদ ব্রিজ)।

৩- আজইয়াদ গেটের বৈদ্যুতিক সিঁড়ি।

৪- পশ্চিম দিকের চত্বর (শাবীকাহ ব্রিজ) ।



যদি হারামে যাওয়ার আগে বৈদ্যুতিক চেয়ার বুক করতে চান:

(তানাক্কুল) অ্যাপের মাধ্যমে সেটা করতে পারেন।



অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন।

নিম্নলিখিত সার্ভিস পয়েন্টগুলোতে হুইল চেয়ার আপনার অপেক্ষায় থাকবে।

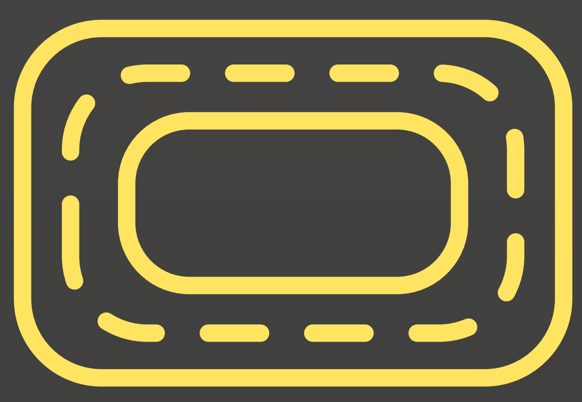
- সাঈর শুরুতে (সাফা)।
- মেজানাইন ফ্লোর (তাওয়াফের সূচনা)



সুষ্ঠুভাবে হুইল চেয়ার সেবা গ্রহণের জন্য আমরা আপনাকে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো দিবো:



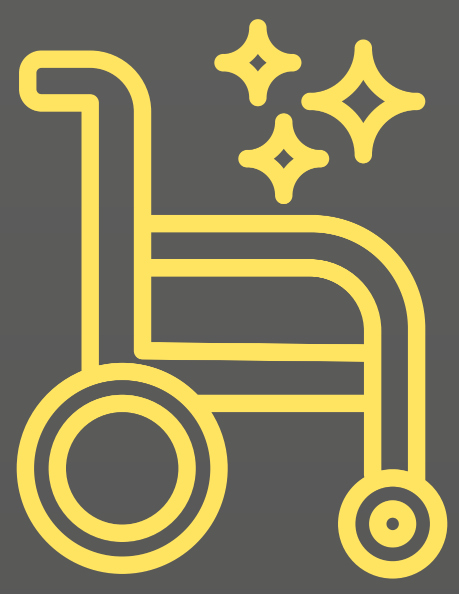
নির্ধারিত গেট দিয়ে প্রবেশ করা।



নির্ধারিত লেনে থাকা।



তত্ত্বাবধায়কদের নির্দেশনা মেনে চলা।



চেয়ারের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা।



সতর্কতা ও ধীরস্থিরতার সঙ্গে চেয়ার পরিচালনা করা।



বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উমরাকারী এবং মুসল্লীদের পরিবহনের জন্য হারামের ভেতরে ফ্রি গল্ফ গাড়ি রয়েছে।





ক্ষৌরাগার (সেলুন)

- উমরাকারীদের জন্য হারামে মক্কার চারপাশে একাধিক অনুমোদিত সেলুন রয়েছে।
- এগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিরাপদে চুল কাটার ব্যবস্থা রয়েছে।

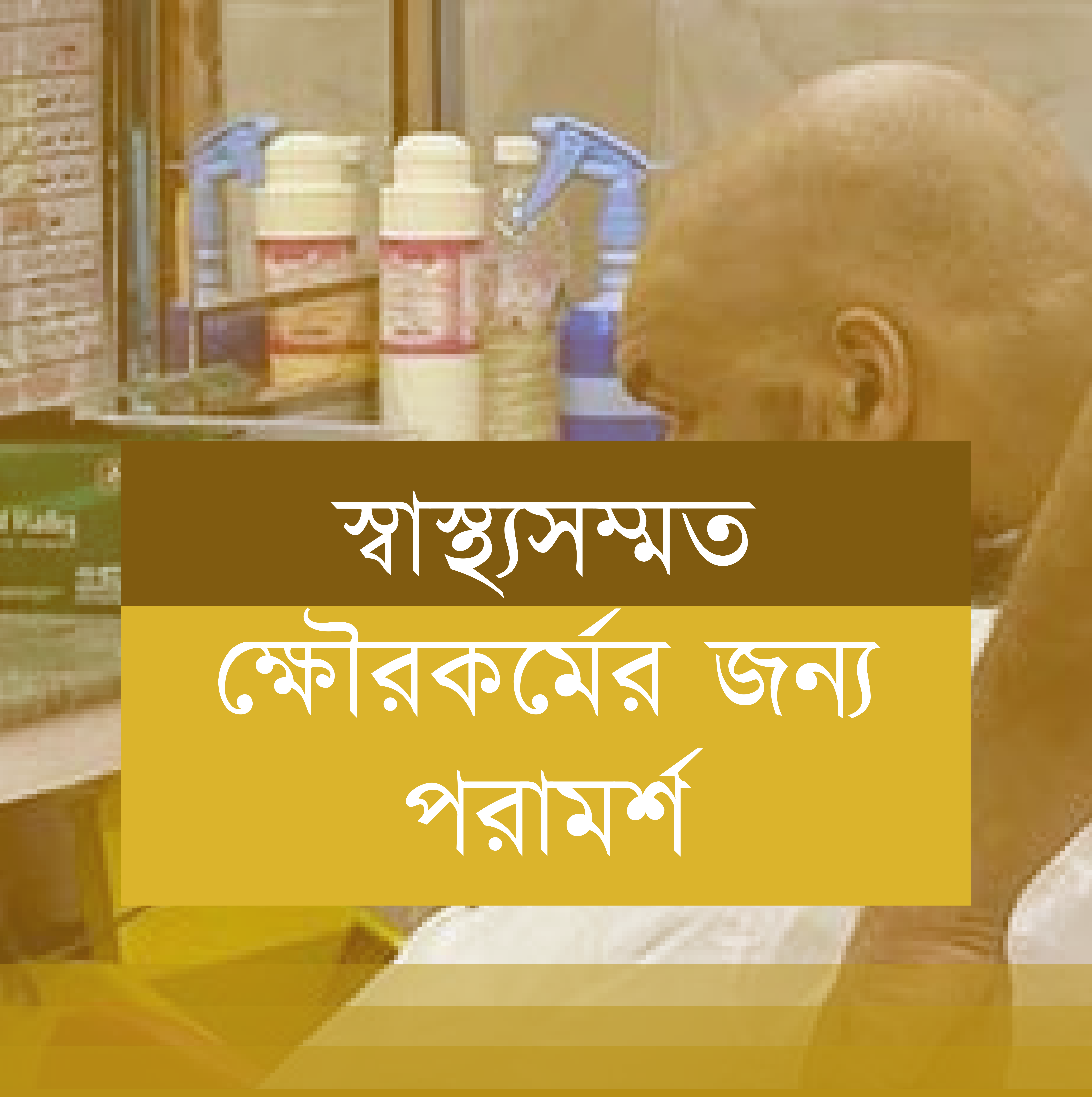


- উমরাকারীর কর্তব্য হলো নিজের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এসব স্থানে চুল কাটা।
- ফুটপাতের নাপিত এড়িয়ে চলা। হারামের সম্মান ও পবিত্রতার সঙ্গে বেমানান পদ্ধতিতে চুল না কাটা।



সেলুনের লোকেশন জানতে

এখানে ক্লিক করুন



স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষৌরকর্মের জন্য পরামর্শ

চুল কাটার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিন:

- ক্ষৌরকার প্লাস্টিকের হাতল বিশিষ্ট ক্ষুর (রেজার) ব্যবহার করছে কি না যেগুলো মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য।
- আগের হাজ্জী বা উমরাকারীর ব্যবহৃত বস্তুগুলো সরিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করছে কি না।
- আপনাকে সেবাদানের পূর্বে সে তার হাত দু'টো পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়েছে কি না।



একাধিক উমরা

সম্ভব হলে একাধিক বার উমরার জন্য সফর করা মুস্তাহাব। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন, ‘এক উমরা থেকে আরেক উমরা দু’টোর মাঝের কাফফারা স্বরূপ’।





তবে একই সফরে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া একাধিক বার উমরা পালন সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নয়। তারা বরং উমরার পরে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজসহ অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন। এটা সহজ ও আরামদায়কও বটে।

তবে একই সফরে একাধিক উমরা পালন বৈধ। হোক সেটা নিজের কিংবা অন্যের পক্ষ থেকে। তবে শর্ত হলো, তাতে যেন অন্যান্য হাজ্জী কিংবা উমরাকারীদের কষ্ট না হয়।

বর্তমান সময়ে কেউ উমরা পালন করতে চাইলে সরকারি অ্যাপের মাধ্যমে তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে উমরা সম্পন্ন করতে হবে।

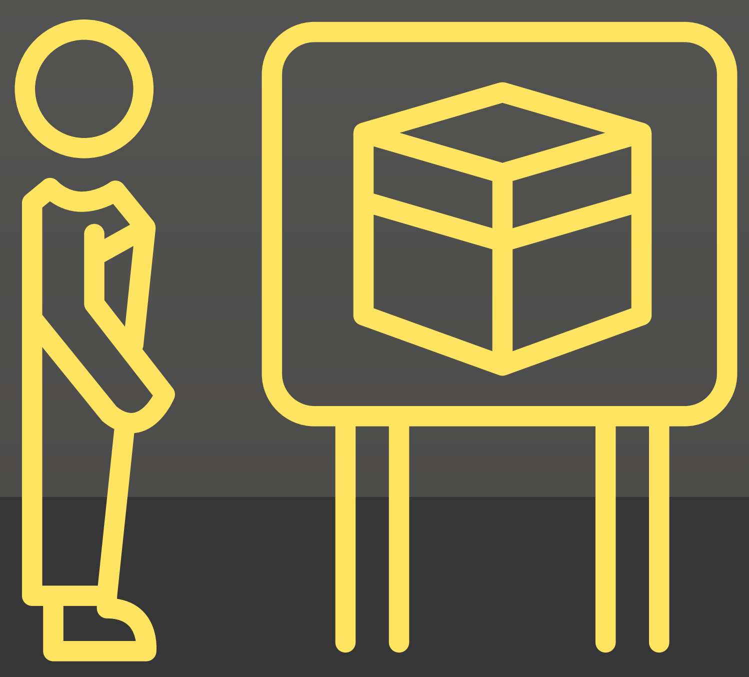


(নুসুক অ্যাপ ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন।)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

কেউ উমরা পালন করতে চাইলে এবং অ্যাপের মাধ্যমে অনুমতি পেলে তিনি হারামের সীমা থেকে বেরিয়ে যাবেন। অতঃপর সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। যেমন চাইলে তানঈমে অবস্থিত মসজিদে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাতে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারেন।



মসজিদে আয়েশাতে- রাযিয়াল্লাহু আনহা- পৌঁছতে

এখানে ক্লিক করুন।



হজ্জ ও উমরার চূড়ান্ত মৌসুমগুলোতে এক সফরে একই উমরার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। এতে নিজে ধাক্কাধাক্কি থেকে নিরাপদে থাকা সম্ভব হয়। অপরদিকে যেসব মানুষ একটা উমরাও করেননি তাদের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উমরা পালন সহজ হয়।





স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ

শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে, ক্লান্তি এড়াতে এবং শরীর থেকে হারানো তারল্য ফিরিয়ে আনতে:

আমরা আপনাকে অধিক পরিমাণে যমযমের পানি, বোতলজাত পানি ও জুস পানের পরামর্শ দিবো।



টাইলসের ওপর দীর্ঘক্ষণ হাঁটার ক্ষেত্রে নিজের পা'দু'টো সুরক্ষিত রাখতে:

- ক্লান্তি অনুভব করলে খানিক সময় বিশ্রাম গ্রহণ করুন।
- দীর্ঘক্ষণ খালি পায়ে হাঁটা থেকে বিরত থাকুন।
- বাইরের চত্বরের টাইলসের ওপর খালি পায়ে হাঁটবেন না।





চামড়া ছিলে যাওয়া থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবো?

- উমরার আগে গোসল করুন ও পরিচ্ছন্ন থাকুন।
- উরু ছিলে যাওয়ার ক্রিম ব্যবহার করুন (ফার্মেসিতে পাবেন)।
- ছত্রাক-নাশক পাউডার ব্যবহার করুন।



হারামের আশপাশের শপিংমল



হারামের পাশে একাধিক শপিংমল ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- মক্কা টাওয়ার
- বাদশাহ আব্দুল আযীযের ওয়াকফ
- আল খলীল স্কয়ার
- জাবালে উমর টাওয়ার



রমজান মাসে উমরা

উমরা সবসময়ই একটি মহাপুণ্যময় ইবাদত। এটা গুনাহের কাফফারা যেমনটা রাসূল (সাঃ) জানিয়েছেন। তবে রমজানের উমরা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।



রমজানে উমরার পুণ্য:

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘রমজানের উমরা হজ্জের সমতুল্য’।





উমরার অনুমতি (পারমিট)

উমরার জন্য সফরে বের হবার আগেই প্রত্যেকের কর্তব্য হলো তিনি সে অবস্থায় উমরার উপযুক্ত কি না এবং অনুমতি পান কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া। এটা নুসুকঅ্যাপের মাধ্যমে করা সম্ভব।



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

উমরার অনুমতির জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো করুন:



১

কাঙ্খিত সেবা বাছাই করুন। দিন ও সময় নির্বাচন করুন।



২

আপনার পরিচয় যাচাই সম্পন্ন হবে।



৩

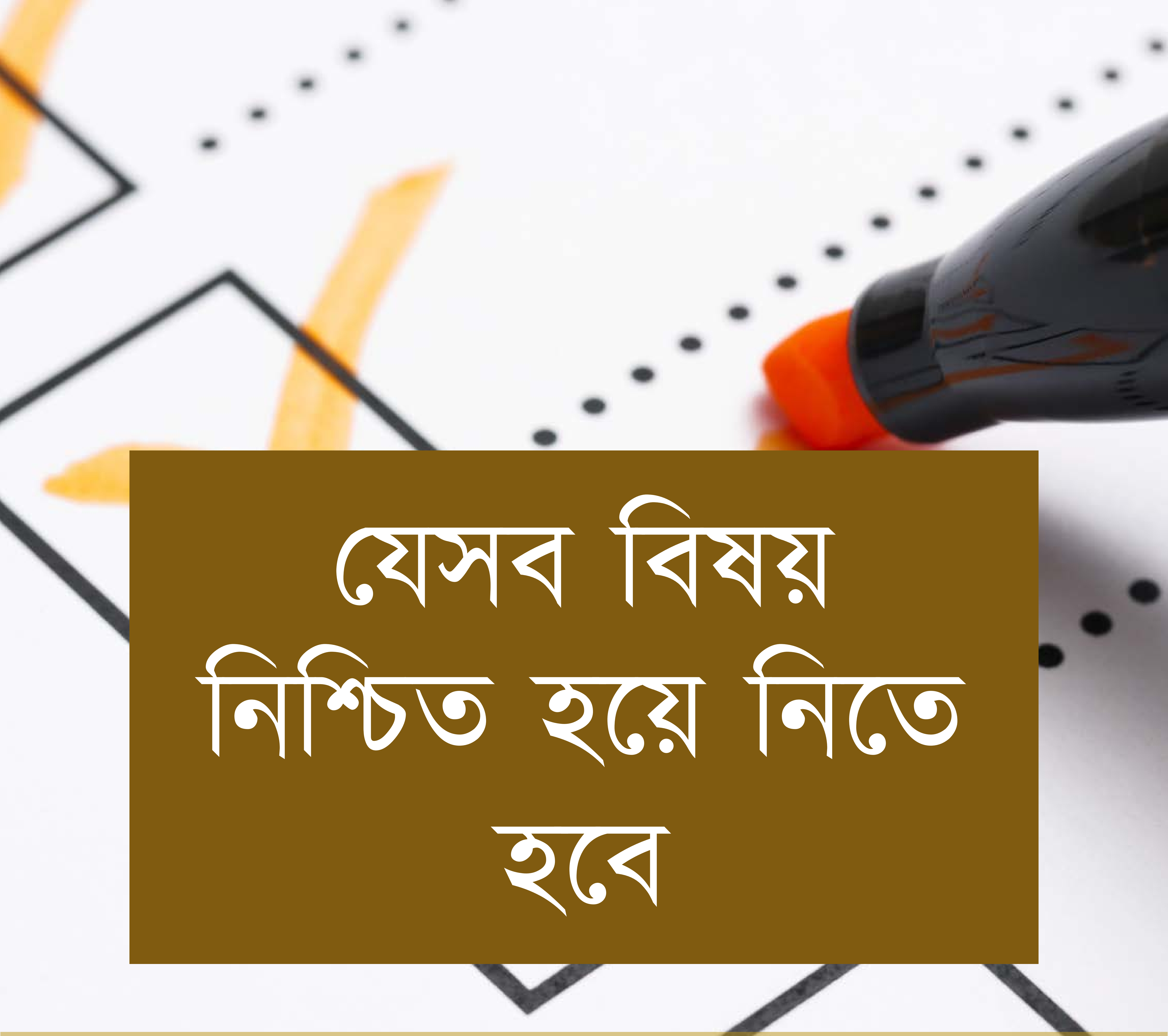
অতঃপর বিদ্যমান তারিখ অনুযায়ী অনুমতি ইস্যু করা হবে।



সহজে উমরা ও যাবতীয় ইবাদত সম্পন্ন করতে প্রত্যেকের অ্যাপে প্রাপ্ত পারমিটে উল্লিখিত দিন ও সময়সূচি মেনে চলা কর্তব্য।



যেই সময়গুলোতে হারামে ভিড় কম হয় উমরার জন্য সেসব সময় বাছাই করলে অধিক খুশু’ ও প্রশান্তির সঙ্গে উমরা পালন সম্ভব।



যেসব বিষয় নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে

আপনি উমরার অনুমতি (পারমিট) ইস্যু করেছেন।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়েছেন।

প্রয়োজনীয় ঔষধগুলো খেয়েছেন।

জরুরি ঔষধগুলো সঙ্গে নিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ

911

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

937

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

920002814

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

1966

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

SAUDI RED CRESCENT AUTHORITY

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat,Tax and Customs Authority

SFDA
الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH